নেসক্যাফে-কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০

পাঁচ তারকা হোটেল র‍্যাডিসনে ডিনার

জব্বার হোসেন

তানভীর এবং কাজী জেবুন্নেসা- দুজনেরই প্রিয় তারকার তালিকায় প্রথমেই যার নাম তিনি অপি করিম। তানভীর অনেক দিনই ভেবেছেন যে, ঢাকায় কত তারকার সঙ্গেই তো শপিংয়ে, কফি শপে দেখা হয়ে যায়। অপির সঙ্গে যদি এক দিন দেখা হতো! কাজী জেবুন্নেসার ক্ষেত্রেও তাই। একবার অপিকে সামনে থেকে দেখার জন্য জেবুন্নেসা মাকে খুব ধরেছিল 'রক্তকরবী'র শো দেখবে। কিন্তু বাসা গেন্ডারিয়া হবার কারণে নাটক শেষ হতে রাত হয়ে যাবে- এই ভেবে মা আর তাকে নাটক দেখতে নিয়ে যাননি। প্রিয় তারকাকে কাছে থেকে দেখা স্বপ্নই রয়ে গেছে। তবু টেলিভিশন স্ক্রিনে অপিকে দেখলেও খুব ভালো লাগে তানভীর এবং কাজী জেবুন্নেসার।

†bv‡ej I Awc Kwi‡gi m‡½ Zvbfxi I KvRx †Re‡bmv

মনে হয় 'পাশের বাড়ির' মেয়েটি। এতক্ষণ যে দুজনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কাজী জেবুন্নেসা নেসক্যাফে- কফিমেট- সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতা ২০০৬-এর সেরা বিজয়ী। তার গল্প 'বাজি' থেকেই আনিসুল হকের নাট্যরূপে, আরিফ খানের পরিচালনায় ১৪ ফেব্রুয়ারি চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হয়েছিল ভালোবাসার নাটক। নাটকে ছিল কুইজ। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বিজয়ী তানভীর হাসান। কুইজ প্রতি-যোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল অপি করিম ও নোবেলের সঙ্গে বিলাসবহুল ৫ তারকা হোটেল র‍্যাডিসনে ডিনার। পুরস্কারের শর্ত অনুযায়ী ৭ মার্চ সেই ডিনারের আয়োজন করেছিল নেসলে বাংলাদেশ লিমিডেট এবং সাপ্তাহিক ২০০০। তানভীর ও কাজী জেবুন্নেসার স্বপ্ন পূরণের দিন।

আমাদের তারকা

কাজী জেবুন্নেসা ও তানভীর বয়সে তরুণ। তানভীর সিএ পড়ছেন। লেখালেখি করেন শখে। ইতিপূর্বে তার একটি লেখাও কোনো একবার সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভ্যালেন্টাইন সংখ্যায় ছাপা হয়েছে বলে জানালেন। তবে কোন বছরের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে তা তার মনে নেই। একই সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত পাঠক তিনি। তানভীর জানালেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি চ্যানেল আইয়ে বাজি নাটকটি তারা কয়েক বন্ধু মিলে একসঙ্গে দেখেছেন। উত্তর পাঠিয়েছেন এসএমএস করে। তবে লটারিতে জিতে যাবেন এমনটি তানভীর ভাবেননি। আর অপি-নোবেলের সঙ্গে দেখা, সে তো স্বপ্নেরও অতীত।

14 †de“qvwi P¨v‡bj AvB-G cPwiZ ewR bvUKwU cksmZ nq

কাজী জেবুন্নেসা পড়াশোনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করেন। তবে এতোদিন সেটা ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকীতেই সীমাবদ্ধ। আগে দু-একটা পত্রিকায় ডাকে লেখা পাঠিয়েছিলেন, তবে সেগুলো ছাপা হয়নি বলে তার খুবই মন খারাপ হয়েছিল। এবার সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভ্যালেন্টাইন সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেখে মা-ই তাকে বলেছিলেন, একটা গল্প পাঠিয়ে দে, না ছাপলে না ছাপবে, এতে মন খারাপ করার কী আছে।' যেই কথা সেই কাজ। জেবুন্নেসার আশা ছিল গল্প ছাপা হবে। তবে সেই গল্প প্রথম হয়ে নাটকের জন্য নির্বাচিত হবে এটা তিনি কল্পনায়ও ভাবেননি। কাজী জেবুন্নেসা তার সরল স্বীকারোক্তিতে এমনটিই বলেছেন।

ফ্যাক্ট ফাইল : নেসক্যাফে কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতা ২০০৬

প্রতিবারের মতো এবারও নেসক্যাফে-কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতায় আপনাদের বিপুল সাড়া পেয়েছি আমরা। 'গল্প লিখুন ২০০০-এ নাট্যকার হোন চ্যানেল আই'-এ আমাদের এ আহবানে সাড়া দিয়ে আপনারা ১৯০৯টি গল্প পাঠিয়েছেন এ বছরের প্রতিযোগিতায়। সেরা গল্প নির্বাচিত হয়েছে কাজী জেবুন্নেসা রচিত 'বাজি'। গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন আনিসুল হক। পরিচালনা করেছেন আরিফ খান। নাটকটি প্রচারিত হয়েছে চ্যানেল আইয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টায়। নাটকে ছিল কুইজ। আর কুইজের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই পুরস্কার। এবারও আমরা আপনাদের সাড়া পেয়েছি। আপনারা এসএমএসের, ই-মেইলে উত্তর পাঠিয়েছেন। প্রবাসীদের বিপুল সাড়া আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উত্তর এসেছে মোট ৫ হাজার ৭১৪টি। যার মধ্যে সঠিক উত্তর ছিল ২ হাজার ১৩৯টি। ২০ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক ২০০০ কার্যালয়ে লটারি অনুষ্ঠিত হয়। লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৩ জনের নম্বর ঘোষণা করা হয় এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারগুলো ছিল- ১ম পুরস্কার : ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা বিমান টিকেট। সেই সঙ্গে ২ রাত ৩ দিন হোটেল সীগালে থাকা-খাওয়ার সুবিধা (বিজয়ী এবং তার সঙ্গীসহ মোট ২ জন), দ্বিতীয় পুরস্কার : অপি করিম ও নোবেলের সঙ্গে ৫ তারকা হোটেল র‍্যাডিশনে ডিনার। (বিজয়ী এবং তার সঙ্গীসহ মোট ২ জন), ৩য় পুরস্কার : ৫ হাজার টাকার গিফট ভাউচার (১ জন)। উল্লেখ্য, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড, সাপ্তাহিক ২০০০ এবং ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের আত্মীয়-পরিজন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি।

wWbvi Abôv‡b Zvbfxi, †bv‡ej, KvRx †Re‡bmv, Awc Kwig I †bm‡ji e¨vÛ g¨v‡bRvi (†bmK¨v‡d) †ivgvbv Rvdi

AvÇvq mvßvwnK 2000-Gi fvicvß m¤úv`K †Mvjvg †gv‡ZvRv, BDwb‡UÛ wjwg‡U‡Wi G‡mwm‡qU fvBm †cwm‡W›U, Kv‡q›U mwfm ZIvi `vk, †bm‡ji e¨vÛ g¨v‡bRvi (†bmK¨v‡d) †ivgvbv Rvdi, †bv‡ej I Awc Kwig

স্পট : ৫ তারকা হোটেল র‍্যাডিসন

৭ মার্চ ডিনারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য তেমন কিছুই নয়, আড্ডা আর সবাই মিলে একসঙ্গে ডিনার। সবাই বলতে নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড, সাপ্তাহিক ২০০০, ইউনিট্রেন্ড লিমিটেড, নাটকের পরিচালক, কুইজ বিজয়ী, বিজয়ী লেখক, সেই সঙ্গে অপি ও নোবেল। বাজি নাটকের লেখক কাজী জেবুন্নেসা এবং কুইজের দ্বিতীয় বিজয়ী তানভীর হাসানের সঙ্গে আগেই ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সময় দেয়া হয়েছিল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা। নির্ধারিত সময়ে সবাই এসে

†bv‡ej i m‡½ Zvbfxi I Awc Kwi‡gi m‡½ KvRx †Re‡bmv

উপস্থিত, শুধু অপি আর নোবেল ছাড়া। র‍্যাডিসনের অ্যাসিস্টেন্ট সেলস ম্যানেজার ইয়ামিনুল হক পার্টির নির্ধারিত লোকশনে নিয়ে যান সবাইকে। তানভীর এবং জেবুন্নেসার অপেক্ষা ছিল দেখার মতো। জেবুন্নেসা বারবার বলছিলেন- ওনারা আসবেন তো? রাত ৮টার দিকে এসে পৌঁছান অপি ও তার মা। এর কিছুক্ষণ পরই নোবেল। দেরির কারণ যৌথ। শুটিং এবং জ্যাম। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই আড্ডা জমে যায়। বিজয়ী তানভীর-জেবুন্নেসার নানা প্রশ্ন। অপি-নোবেলকে যৌথভাবে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

আরিফ খান, তানভীরের খুব পছন্দের পরিচালক। এনটিভিতে তার পরিচালনায় 'ভুশ', 'দুই প্রান্তে' নাটকগুলো তানভীর আগেই দেখেছেন। সেই আরিফ খান কি বাজীর পরিচালক আরিফ খান? উত্তর হ্যাঁ। নাটকের সময়সীমা নিয়ে কাজী জেবুন্নেসা, তানভীর এবং তার সঙ্গে আসা বন্ধু উপলের চরম আপত্তি। কেন, নাটকটি কি আরো বড় করা যেতো না? পরিচালক আরিফ খান বলেন, 'টান টান রাখতে চেয়েছি। তাই ইচ্ছে করেই সময় বাড়াইনি। তবে এটাও সত্য, সময়ের সীমাবদ্ধতা ছিল। নেসলের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার (নেসক্যাফে) রোমানা জাফর বলেন, এরপর যাতে আরো বড় নাটক বানানো যায় সেই দিকে আমরা নজর দেবো।' আড্ডা চলতে থাকে, এরই মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্য করা যায়, অপি-নোবেলকে একসঙ্গে দেখে হোটেলে আসা অনেকেই উৎসুক্য প্রকাশ করছেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে হোটেলে আসা ৫ বছরের সাফিয়া অপিকে দেখে এগিয়ে আসে। তার মধ্যে আগ্রহ এবং ভয় একই সঙ্গে কাজ করছিল। অপি সাফিয়াকে টেনে নিয়ে গালে আদর করে দেয়। সাফিয়া মাস্টারমাইন্ডে ক্লাস টুতে পড়ে। সে বলে, 'তোমার নাটক আমার খুব ভালো লাগে।' নোবেলকে দেখে মেয়েরা অনেকেই আসে অটোগ্রাফ নিতে। তানভীর খুব মজার তথ্য দেয়। বলে, সাপ্তাহিক ২০০০-এ আমার মোবাইল নাম্বার ছাপা হলে অনেক মেয়ে আমাকে ফোন করে। বলে, আপনার সঙ্গে ডিনারে যাবো। আমি তো মহা খুশি। কিন্তু পরক্ষণেই বলে, ডিনারে গিয়ে নোবেলের সঙ্গে পরিচয় হবো। ফ্রেন্ডশিপ করবো। তারা আমাকে চায় না, নোবেলকে চায়। আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। নিয়ে যাবো আমি আর বন্ধুত্ব করবে নোবেল ভাইয়ের সঙ্গে। এটা কেমন কথা! জেবুন্নেসার সব সিরিয়াস প্রশ্ন, আচ্ছা গল্প লেখার এ প্রতিযোগিতায় নেসলে এগিয়ে এল কেন? উত্তরে রোমানা জাফর বলেন, নেসলে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নানা সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এটা তারই অংশ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আমাদের বেশ কয়েকটি সৃজনশীল মেধা বিকাশের কার্যক্রম রয়েছে। গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'আমরা চাই নতুন লেখক তৈরি হোক। ইতিমধ্যে এ প্রতিযোগিতা একটা ভালো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন তা এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব সবার।' ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের এসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ক্লায়েন্ট সার্ভিস তুষার দাশ বলেন, 'এখনকার নাটকে সাহিত্য মানের অভাব। অথচ এ নাটকটিতে আমার মনে হয়েছে এক ধরনের সাহিত্য মান ছিল, যা জরুরি। ঘড়ির কাঁটা তখন ১০টার কাছাকাছি। নোবেল এবং অপি দুজনই তাড়া দেন, চলুন শুরু করি, খিদে লেগে গেছে। খাওয়ার ফাঁকে আড্ডা চলতে থাকে। নোবেল এক সময় জেবুন্নেসাকে বলেন, আচ্ছা গল্প লেখার সময় আপনার চিন্তায় চরিত্রগুলোর চেহারা আসে? 'মেয়ে চরিত্র হলেই অপি আপার চেহারা আসে।' জেবুন্নেসার সরল উত্তর। অপি বিশ্বাস করেন না। জেবুন্নেসা বলেন, 'অপি আপা সত্যিই, বিদ্যা।' অপি হাসেন।

cvP ZviKv †nv‡Uj i¨vWm‡bi wWbv‡i

খাওয়া শেষে ফটোসেশন পর্ব। সবাই মিলে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ছবি। নোবেল ও অপি তানভীর আর জেবুন্নেসার সঙ্গে ছবি তোলেন। তানভীর ভীষণ মজা পান। বলেন, জেবুন্নেসা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। গল্পটা না লিখলে তো নাটকও হতো না, অপি-নোবেলের সঙ্গে ডিনারও হতো না।

সবশেষে সাপ্তাহিক ২০০০ ও নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

ছবি : **তুহিন হোসেন**